দৈনিক ইনকিলাব

141

তারিখ ... 13 MAY 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

২৯শে বৈশাখ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

অভিভাবক ও শিক্ষকের দায়িত্ব

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকের দায়িত্ব বা ভূমিকা ওতপ্রতভাবে জড়িত। তারা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ অভিভাবকের দায়িত্ব। ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো পড়াশুনা করে কি-না তা তদারক করা বা লক্ষ্য রাখা, স্কুল-কলেজের নাম করে বইপত্র নিয়ে কোথাও আড্ডা দেয়, না নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়— এসব খবর অভিভাবকের রাখা উচিত। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের। শুনতে পাই শিক্ষকগণ পূর্বের মতো বিদ্যালয়ে অর্থাৎ প্রাইমারীতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া ধরে না— অর্থাৎ বাড়ীতে পড়াশুনা করে কি-না তা প্রশ্ন করে টেস্ট করেন না। যার জন্যে তাদের মনে ভয়ভীতির সঞ্চার হয় না। অতীতে ছাত্রদের যেভাবে শাসন করা হতো— এখন সেরূপ করা হয় না। কোন ছাত্র-ছাত্রীই শিক্ষার শুরুতেই ভাল থাকে না। মেধা শক্তি নানা প্রকার থাকা সম্ভব। ঠিকমত লেখাপড়া করলে কোন ছাত্র-ছাত্রীই পরীক্ষায় ফেল করতে পারে না। নম্বর কম-বেশী হতে পারে মেরিটের তারতম্যের জন্যে। অভিভাবক ও শিক্ষক যদি ঠিকমত যত্ন নেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তা হলে তাদের নকল করার প্রবণতা মনে শিকড় গাড়তে পারে না। নিয়মিত পড়াশুনা না করার দরুন নকল করে পাস করার ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করে থাকে তারা।

শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য কি তা এখন ওপেন সিক্রেট। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উদ্দেশ্য হলো সন্তানদের যে কোন উপায়ে পাস করানো। এই পাস করা ছাত্ররা বিশেষ করে, কার্যক্ষেত্রে গিয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। আর এখন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট মাস্টার রাখার দুই রকম উদ্দেশ্য থাকে, সুনামের সাথে পাস করা, অপরদিকে অনিয়মিত পড়ুয়ারা প্রাইভেট টিউটরের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে পাস করার চেষ্টা করে ছাত্র জীবনে যারা ফাঁকি দিয়ে পাস করে তারা সর্বক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব দেখাতে পারে না।

—এম, এ, শহীদ